।। জয় মহাবীর ।।

সমতা
সর্ব্ব
মঙ্গল

সমতা সর্ব্বমঙ্গল - আরাধনা বিধি

সমতা সর্ব্ব মঙ্গলের একটা পরিকল্পনা বানানো হয়েছে, যেখানে অনুক্রমনিকায় বিস্তারপূর্বক বিবরন দেওয়া হয়েছে।

- আমাদের সকলের ক্রমপুর্বক এক থেকে পাঁচ পর্য্যন্ত আরাধনা প্রতিদিন সামূহিক ভাবে করার ভাবনা এবং লক্ষ্য থাকবে, যার সময় লাগবে ১০ মিনিট।
- সমতা সর্ব্ব মঙ্গলের আরাধনা আমাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অফিস/কারখানা, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা আদি কার্য্যালয়ে করতে হবে, প্রতিদিন কাজ শুরু করার আগে নিয়োগকারী/মালিক, সমস্ত কর্মচারী এবং সহকারীজনকে যথা সম্ভব সামুহিক রূপে আরাধনা করতে হবে।
- আমাদের নিজেদের সংস্থানে একটা জায়গা নির্ধারিত করে এই পুস্তককে সুরক্ষিত ভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মালিক/নিয়োগকারী নিজেদের সমস্ত কর্মচারী, সহযোগি জনকে ১০ মিনিট এই আরাধনাকে কার্য্যস্থলে করার জন্যে প্রেরনা দেবে।

অনুক্রমনিকা

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠ সংখ্যা
	প্রস্তাবনা	৪
১	নমস্কার মহামন্ত্র	৬
২	হবে ধর্মের প্রচার	৭
৩	আমার ভাবনা	৮
৪	প্রতিদিনের জন্যে ছোট্ট ছোট্ট নিয়ম	১১
৫	মঙ্গল পাঠ	১২
৬	নমস্কার মহামন্ত্র ভাবার্থ সহিত	১৩
৭	মঙ্গল পাঠ ভাবার্থ সহিত	১৬

প্রস্তাবনা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মঙ্গলাচরনের প্রমুখ স্থান আছে। মঙ্গলাচরনের দ্বারা আমাদের চিন্তা ভাবনা পবিত্র হয়। যে কারনে সম্পূর্ণ কার্যক্ষেত্রে উৎসাহ এবং শান্তি বিদ্যমান থাকে। মঙ্গলাচরনের দ্বারা ঐশ্বরিক শক্তির সাথে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রতিদিন করনীয় কাজের আগে মঙ্গলকারী শব্দের উচ্চারণ আমাদের সম্পূর্ণ জীবনে মঙ্গলের সমাচারন সম্পূর্ণ বাতাবরনকে আনন্দময় এবং জ্যোতির্ময় বানিয়ে দেয়।

সমতা সর্ব্বমঙ্গলের এই উপক্রম এমন শব্দের দ্বারা রচিত হয়েছে যার দ্বারা সর্বত্র নিরন্তর সমতাময়, মঙ্গলময়, সুখের প্রসারন হয়। নমস্কার মহামন্ত্র যে কোন ব্যক্তি, জাতি, এবং সমাজে তেজ সঞ্চার করে। ইহা আমাদের সুখময় সুরক্ষা প্রদান করে।

হবে ধর্মের প্রচার এবং আমার ভাবনার শব্দ জীবনে নৈতিকতা, সততা, সহিষ্ণুতা, সমতা আদি অনেক সদগুন বিকশিত করে।

প্রতিদিনের একটি প্রতিজ্ঞা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের শক্তি প্রকট করে।

মঙ্গল পাঠ আমাদের জগতের সর্বোত্তম আত্মাদের সাথে সম্বন্ধ স্থাপিত করে এবং আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে মহাপুরুষের উদ্ধার দ্বারা সুরভিত, আনন্দিত এবং প্রসন্নতা অনুভব করায়।

মূলকথা হল যে সমতা সর্বমঙ্গল গান মালিক থেকে দরবান পর্য্যন্ত প্রত্যেকে নিজের প্রতিষ্ঠান, কার্য্যালয়, দোকান, শিল্প প্রতিষ্ঠানে করে যে কারনে সেখানকার সম্পূর্ণ বাতাবরন এবং জনে জনে এক মঙ্গল স্বরূপের বরন করে।

মহামন্ত্রো নমস্কার কাব্যং সদ্‌গুণবর্ধকম্।
প্রতিজ্ঞা মঙ্গলং পাঠ, সমতা-সর্ব-মঙ্গল।।

I - নম স্কার মহামন্ত্র

নমো অরিহন্তানং	নমো অরিহন্তানং	নমো অরিহন্তানং	নমো অরিহন্তানং	নমো অরিহন্তানং
নমো সিদ্ধানং	নমো সিদ্ধানং	নমো সিদ্ধানং	নমো সিদ্ধানং	নমো সিদ্ধানং
নমো আয়রিয়ানং	নমো আয়রিয়ানং	নমো আয়রিয়ানং	নমো আয়রিয়ানং	নমো আয়রিয়ানং
নমো উওজ্ঝায়ানং	নমো উওজ্ঝায়ানং	নমো উওজ্ঝায়ানং	নমো উওজ্ঝায়ানং	নমো উওজ্ঝায়ানং
নমো লোএ সব্বসাহূনং	নমো লোএ সব্বসাহূনং	নমো লোএ সব্বসাহূনং	নমো লোএ সব্বসাহূনং	নমো লোএ সব্বসাহূনং

এসো পঞ্চনমুক্কারো, সব্বপাওপ্পনাসনো।
মঙ্গলানং চ সব্বেবসিং, পঢমং হওই মঙ্গলং।।

II - হবে ধর্মের প্রচার

হবে ধর্মের প্রচার,
আমাদের প্রিয় ভারতে
হাঁ, হবে ধর্মের প্রচার,
আমাদের প্রিয় ভারতে।।

(১) নিন্দা, মিথ্যা, খারাপ ত্যাগি,
আলিঙ্গনে যেন হয় সবাই ভাই
বহে যেন প্রেমের ধারা, আমাদের প্রিয় ভারতে

(২) কুবাক্য যেন কেহ না কহে,
কহিব শুধু প্রেমের কথা।
বাণী যেন হয় আন্তরিক এবং মাধুর্য্যে ভরা,
আমাদের প্রিয় ভারতে

III - আমার ভাবনা

কোনো জীবকে যেন কষ্ট না দিই,
মিথ্যা যেন কভু না বলি।
পর-ধন-স্ত্রীর প্রতি লোভ দৃষ্টি না দিয়ে,
সন্তোষামৃত যেন পান করি।।

অহঙ্কার যেন না রাখি মনে,
কারো প্রতি যেন ক্রোধ না করি।
অপরের উন্নতিতে যেন,
কভু ঈর্ষারভাব না করি।।

এমন ভাবনা যেন আমার থাকে,
সরল-সত্য-ব্যবহার করি।
যতটুকু সম্ভব এই জীবনে,
অপরের উপকার যেন করি।।

মনে মৈত্রীভাব যেন,
জগতের সব জীবে নিত্য রহে।
দীন-দুঃখী জীবের প্রতি,
আমার মনে যেন করুনস্রোত বহে।।

দুর্জন-ক্রুর-কুপথে ব্যাপ্ত যারা,
তাদের প্রতি যেন ক্ষোভ না আসে।
তাদের প্রতি সাম্যভাব রাখি,
এমন বুদ্ধি যেন সদা রহে।।

গুনীজনের প্রতি সাম্যভাব রাখি,
এমন বুদ্ধি যেন সদা রহে।
তাঁদের সেবা করে যেন,
আমার মন প্রশান্ত রহে।।

কখনও যেন কৃতঘ্ন না হই,
বিদ্বেষ ভাব যেন না আসে।
গুনের প্রতি নিষ্ঠা থাকে,
দোষ দৃষ্টি যেন কভু না আসে।।

কেউ খারাপ বলুক বা ভাল,
লক্ষ্মী আসুন বা যান।
লক্ষ বৎসরের জীবিত
বা মৃত্যু আজই আসুন।।

অথসা কোন ভয়
বা লালসা যদি হয়।
তখনো সর্বদা যেন ন্যায় পথে থাকি,
পদস্খলন যেন কভুনা হয়।।

সুখেও শব্দ নিরহঙ্কার হয় যেন,
দুঃখে যেন ভীত না হই।
পর্বত- নদী-শ্মশান ভয়াবহ,
অটবীতে কভু যেন ত্রস্ত না হই।।

সর্বদা স্থির অবস্থা মনে,
যেন জীবনের পথে এগিয়ে যাই।
ইষ্টবিয়োগ অনিষ্ট যোগে,
সহনশীলতা যেন দেখাতে পাই।।

সুখী যেন সব জগৎ রহে,
কেউ কখনও না ভয় পায়।
কলহ- পাপ- অভিমান ত্যাগি,
নিত্য নুতন মঙ্গল গান গায়।।

ঘরে-ঘরে চর্চা হোক ধর্মের,
দুষ্কৃত যেন দুষ্কর হয়।
জ্ঞান- চরিত্র উন্নত করি নিজের,
মনুষ্য-জন্ম ফল যেন সবাই পায়।।

IV

প্রতিদিনের জন্য ছোট ছোট ত্যাগ

প্রতিদিনের জন্য ছোট ছোট ত্যাগ যেসব আমরা সহজেই পালন করতে পারি।

১	সোমবার	কারও প্রতি খারাপ চিন্তা করব না।
২	মঙ্গলবার	বাহন চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার করব না।
৩	বুধবার	পা দিয়ে কোন জিনিসকে ঠোকর মারব না।
৪	বৃহস্পতিবার	কারও প্রতি খারাপ চিন্তন করব না।
৫	শুক্রবার	খাওয়ার আগে ভগবানের নাম নিয়ে খাব।
৬	শনিবার	মোবাইলে গেম খেলব না।
৭	রবিবার	খাবার নষ্ট করব না।

V - মাঙ্গলিক পাঠ

পূজ্য গুরুদেবের অনুজ্ঞা তে -

চত্তারি মঙ্গলং, অরিহন্তা মঙ্গলং, সিদ্ধা মঙ্গলং,
সাহু মঙ্গলং, কেবলিপন্নত্তো ধম্মো মঙ্গলং।

চত্তারি লোগুত্তমা, অরিহন্তা লোগুত্তমা,
সিদ্ধা লোগুত্তমা, সাহু লোগুত্তমা,
কেবলিপন্নত্তো ধম্মো লোগুত্তমা।

চত্তারি সরণং পবজ্জামি, অরিহন্তে সরণং পবজ্জামি,
সিদ্ধে সরণং পবজ্জামি, সাহু সরণং পবজ্জামি,
কেবলিপন্নত্তং ধম্মং সরণং পবজ্জামি।

অরিহন্তের শরণা সিদ্ধের শরণা, সাধুর
শরণা, কেবলী-প্ররুপিত ধর্মের শরণা।

চার শরণা, দুঃখ হরণা, আর না শরণা কেউ ।
জে ভব্য প্রানী আদরে, অক্ষয় অমর পদ হোয় ।।

ইতি সমতা সর্ব মঙ্গল

VI - নস্কার মহামন্ত্র ভাবার্থ

নমো অরিহন্তাণং

আমি বিনম্রতাপূর্বক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সাথে শ্রদ্ধেয় মহামানবের আরাধনা করছি। যিনি ক্রোধ, অহংকার, মায়া, লোভ ইত্যাদি দুর্গুনের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করেছেন।

I humbly and solemnly worship the revered human beings who have conquered anger, ego, deceit, greed and other vices.

নমো সিদ্ধাণং

আমি বিনম্রতাপূর্বক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সাথে শ্রদ্ধেয় বিশুদ্ধ আত্মার আরাধনা করছি। যিনি সমস্ত প্রকার কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।

I humbly and solemnly worship the revered souls who are epitome of purity and who have liberated themselves from all kinds of attachments.

নমো আয়রিয়াণং

আমি বিনম্রতাপূর্বক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সাথে শ্রদ্ধেয় আচার্যের বন্দনা করছি, যিনি সঠিক চরিত্রের সর্বতো ভাবে পালন করেন এবং অন্যদেরও পালন করান।

I humbly and solemnly worship the revered Spiritual Gurus who practice Right Conduct in all its manifestations and mentor others to practice the Right Conduct.

নমো উত্তজ্ঝায়নম্

আমি বিনম্রতাপূর্বক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সাথে ধার্মিক শাস্ত্রের জ্ঞানী এবং বিদ্বান উপাধ্যায় প্রভুদের বন্দনা করছি, যিনি অন্যদেরও ধার্মিক শাস্ত্রের অধ্যাপনা করান।

I humbly and solemnly worship the revered saints having profound wisdom and scriptural knowledge and who mentor others to gain the Right Knowledge.

নমো লোএ সব্বসাহুণং

আমি বিনম্রতাপূর্বক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সাথে শ্রদ্ধেয় সাধুদের বন্দনা করছি, যিনি সঠিক চরিত্রের সর্বতো ভাবে পালন করেন।

I humbly and solemnly worship the revered Saints who practice Right Conduct in all its manifestations.

এসো পঞ্চনমুক্কারো, সব্বপাওপ্পনাসনো।
মঙ্গলাণং চ সব্বেসিং, পঢমং হওই মঙ্গলং।।

বিনম্রতাপূর্বক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সাথে পঞ্চ পরমেষ্টি রূপ মহান্ আত্মাদের আরাধনা করলে সমস্ত পাপকর্মের নাশ হয়। এমন আরাধনা বিশ্বের সমস্ত সম্মানের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান মঙ্গলকারী আছে।

Humbly and solemnly worshiping the above five liberates us from our sins. Among all that is considered auspicious, such a worship is the most auspicious.

VII - মাঙ্গলিক পাঠ-ভাবার্থ সহিত

চত্তারি মঙ্গলং

অর্থাৎ - সম্পূর্ণ লোকে চার মঙ্গল আছে।

১. অরিহন্তা মঙ্গলং ২. সিদ্ধা মঙ্গলং

৩. সাহু মঙ্গলং ৪. কেবলীপন্নত্তো ধম্মো মঙ্গলং।

অর্থাৎ

১. অরিহন্ত ভগবান মঙ্গল আছেন

২. সিদ্ধ ভগবান মঙ্গল আছেন

৩. লোকে বিরাজমান সমস্ত সাধু মহারাজ মঙ্গল আছেন

৪. কেবলী ভগবান দ্বারা প্ররুপিত ধর্ম মঙ্গল আছে।

চত্তারি লোগুত্তমা

অর্থাৎ - লোকে চার উত্তম আছে।

১. অরিহন্তা লোগুত্তমা ২. সিদ্ধা লোগুত্তমা

৩. সাহু লোগুত্তমা ৪. কেবলী পন্নত্তো ধম্মো লোগুত্তমা।

অর্থাৎ

১. অরিহন্ত ভগবান উত্তম আছেন ২. সিদ্ধ ভগবান উত্তম আছেন

৩. লোকে বিরাজমান সমস্ত সাধু মহারাজ উত্তম আছেন
৪. কেবলী ভগবান দ্বারা প্ররুপিত ধর্ম উত্তম আছে।

চত্তারি সরণং পবজ্জামি

অর্থাৎ - চার শরন কে গ্রহন করছি।

১. অরিহন্তে সরণং পবজ্জামি
২. সিদ্ধে সরণং পবজ্জামি ৩. সাহু সরণং পবজ্জামি
৪. কেবলী পন্নত্তং ধম্মং সরণং পবজ্জামি।

অর্থাৎ

১. অরিহন্ত ভগবান ২. সিদ্ধ ভগবান ৩. লোকে বিরাজমান সমস্ত সাধু মহারাজ ৪. কেবলী ভগবান দ্বারা প্ররুপিত ধর্মের শরণ গ্রহন করছি।

(১) অরিহন্তের শরণা
(২) সিদ্ধের শরণা (৩) সাধুর শরণা
(৪) কেবলী প্ররুপিত ধর্মের শরণা।

অর্থাৎ

(১) আমি অরিহন্ত ভগবানের শরণ স্বীকার করছি
(২) আমি সিদ্ধ ভগবানের শরণ স্বীকার করছি

(৩) আমি লোকে বিরাজমান সমস্ত সাধু মহারাজের শরণ স্বীকার করছি (৪) আমি অরিহন্ত প্ররুপিত ধর্মের শরণ স্বীকার করছি।

চার শরণা দুঃখ হরনা,
ঔরণা শরণা কেউ
জে ভব্য প্রাণী আদরে,
অক্ষয় অমর পদ হয়।

অর্থাৎ

এই যে চার শরণ আছে, তাহা প্রাণির দুঃখ কে হরণ করতে পারে। এর অতিরিক্ত সংসারে প্রাণির আর কোন শরণ নেই। এবং যে ভব্যপ্রাণি শ্রদ্ধার সাথে ইহা পালন করে, সে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত করে নেয়। যদি মন,বচন এবং কায়া দ্বারা পুর্ণরুপে এই চার কারনে থেকে সিদ্ধ পদ কে প্রাপ্ত করা যায় তা হলে অপর কোন কারনের আবশ্যকতা থাকে না। আর এই চার শরণে থেকে সিদ্ধ পদ কে প্রাপ্ত করে নেয়।

সমতা সর্ব্বমঙ্গলের ভাবযুক্ত যাত্রা

সকালের: কাজের শুরু সমতা সর্ব্ব মঙ্গল সামুহিক রূপে করে এক অদ্ভুত উর্জার সঞ্চয় নিজের মধ্যে এবং নিজেদের কার্য্যকলাপের মধ্যে স্থাপিত হয়ে একটা আলাদা এবং সন্তোষজনক বাতাবরন আমাদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে।

এই ছোট্ট কিন্তু অদ্ভুত প্রার্থনা আমাদের সকলের জীবন নির্মানের অলৌকিক মার্গদর্শন দেখাচ্ছে।

সমতা সর্ব্বমঙ্গলের আরাধনা করে সকলের বিকাশযাত্রা উন্নত হোক, মঙ্গলময় হোক।

।।মঙ্গলম্ মঙ্গলম্ মঙ্গলম্ ।।

- প্রত্যেক ব্যক্তি সুখের কামনা করে। যদিও বা সে কোটিপতি হোক অথবা কোনও সংস্থানে সেবারত অল্প বেতনভোগি কর্মচারী হোক।

- সমতা সর্ব্বমঙ্গল প্রত্যেক প্রানীর মধ্যে সখের ইচ্ছারূপী সমানতা কে দেখে এবং তাদের জীবনে সুনিশ্চিত রূপে মঙ্গলের সঞ্চার করে।

- প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের বেশী ভাগ সময় ব্যবসায়িক কাজে ব্যতীত হয়। অতএব নিজের নিজের ব্যবসায়িক কাজ শুরু করার আগে সমতা সর্ব্ব মঙ্গল আরাধনা করলে প্রত্যেক মানুষের এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পুর্ন বাতাবরনে এক ভব্য মঙ্গলের সঞ্চারন করে, যার ফলে সম্পুর্ন সৃষ্টিতে অপুর্ব সুখের প্রসারন হয়।

প্রেষক

সর্ব্ব মঙ্গল অভিযান

(A unit of SABSJS)

সমতা ভবন, আচার্য্য শ্রী নানেশ মার্গ, নোখা রোড

গঙ্গাশহর, বিকানের - ৩৩৪৪০১ (রাজস্থান)

দুরভাষ - ০১৫১-২২৭০২৬১